الرَّحِيْمِ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আজকের আলোচ্য বিষয় ‘আর রহীম’। ‘আসমাউল হুসনা’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ’। এই ৯৯ নামের অন্যতম ৩য় নাম ‘আর রহীম’।

আরবি ভাষায় ‘الرَّحِيْمِ’ শব্দের মূল ر- ح- م , এই মূল শব্দ থেকে যে সকল শব্দ বের হয়েছে তা পবিত্র কোরআন মাজিদে ২২০ বার এসেছে। কিন্তু ‘রহীম’ শব্দটি ১১৬ বার এসেছে। ‘আর রহীম’ শব্দের অর্থ ‘পরম দয়াবান’।

তেলাওয়াত:

هُوَ اَلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ
وَكَانَ بِاَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً (٣٣: ٤٣)

সূরা আল আহযাবের ৪৩ নং এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে-

তিনি তোমাদের প্রতি সালাত (রহমত ও অনুগ্রহ) করেন,
আর তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য তাঁর রহমত প্রার্থনা করে),
তোমাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসার জন্য।
তিনি মুমিনদের প্রতি অতি দয়াবান।

‘আর রহমান’ শব্দ দ্বারা সকল সৃষ্টির প্রতিই আল্লাহর দয়া ও করুণা বুঝায়। ‘আর রহিম’ শব্দ বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি দয়া ও করুণা।

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে:

نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾

সূরা আল হিজর ৪৯ নং আয়াত-

আমার বান্দাদের সংবাদ দাও, নিশ্চয়ই আমি মহাক্ষমাশীল, মহাদয়াময়।

وَأَطِيعُواْ اَللَّهَ وَاَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

সূরা আলি ইমরান ১৩২ নং আয়াত-

তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রাসুলের, তাহলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ اَللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾

সূরা আন নাহল ১৮ নং আয়াত-

তোমরা যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوۤءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

সূরা আন নামল ১১ নং আয়াত-

তবে যারা জুলুম করে এবং তার পর মন্দ কাজের পরিবর্তে পূন্য কাজ করে, তাদের প্রতি আমি পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়।

وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾

সূরা আনআম ১৫৫ নং আয়াত-

আর এই কিতাব (আল কোরআন) আমরা নাযিল করেছি একটি মোবারক (কল্যাণময়) কিতাব হিসেবে। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো এবং সতর্ক হও, তা হলে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।

قُلْ يٰعِبَادِىَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

সূরা আল যুমার ৫৩ নং আয়াত-

হে নবী! বলে দাও: হে আমার (আল্লাহর) দাসেরা! যারা নিজেদের প্রতি জুলুম অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন, কারণ তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَآمِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

সূরা আল হাদীদ ২৮ নং আয়াত-

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ঈমান আনো তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদের দেবেন নূর (আলো) যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে (জীবনযাপন করবে) এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান।

তিনটি সহীহ হাদীস:

১. "পৃথিবীতে যাহা কিছু বিদ্যমান তাদের উপর দয়া করো, তাহলে আকাশে যিনি আছেন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন"।

২. "যার অন্তর কঠিন-কঠোর সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা থেকে অনেক দূরে"।

৩. "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি 'আর রহমান' তোমরা বড় বড় জিনিস আমার কাছে চাইতে থাকো, কিন্তু আমি 'আর রহিম'ও সুতরাং তোমরা আমার কাছে ছোট জিনিসও চাইতে থাকো যেমন জুতার ফিতা, তোমাদের খাবারের লবণ, ইত্যাদি"।

যেহেতু আল্লাহ 'আর রহমান' 'আর রহিম' আমাদের প্রতি 'পরম করুণাময়' 'পরম দয়ালু'। সুতরাং আমাদের উচিত সমস্ত মানুষ এবং সৃষ্টি জগতের সমস্ত প্রাণী, গাছপালা, পশু-পাখির উপর দয়া প্রদর্শন করা।

আল্লাহর 'রহমত' থেকে কখনোই নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহর 'রহমত' সর্বব্যাপী, সর্বব্যাপ্ত।

'আর রহিমের' সাথে কাউকে শরিক করা চরম জঘন্য ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরক্মুক্ত ভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুক।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।